***International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)***
*A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal*
*ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)*
*ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)*
*Volume-IV, Issue-IV, January 2018, Page No. 32-45*
*Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.ijhsss.com*

# রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের গানঃ রোম্যান্টিসিজম, কল্পনা ও বাস্তব প্রেমের ত্রিবেনীসঙ্গমে মানবজীবনে প্রেমের দার্শনিক প্রতিফলন – একটি মূল্যায়ন

**কৌস্তভ কর্মকার**
*ইউজিসি নেট সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা*

***Abstract***

*This research article is based on Tagore's love songs where some area of questions has been arised about different feelings of love and tried to find out its valuable answer i.e. what is love, the definition of love, essence of love, how the love has passed with Rabindranath's consciousness of his philosophical mind, and how the love has been adopted in the real and imagined context, how people have embraced social life has been discussed properly. In the context of this discussion, analyzing some psychological ideas about love That is not only the case in addition to divine love but also the characteristics of human love are illustrated with the use of examples of various real social prejudices. As a matter of fact, how the Tagore's love has been observed in his different songs of love of and how the fiction and the realization of love have become synonymous and how the separation between the two types of love has taken place, along with the example of the poet's philosophical view of different love songs has been discussed and evaluated.*

***Key words*****:** *প্রেমের সংজ্ঞা, প্রেমের স্বরূপ, প্রেমের বৈশিষ্ট্য, রোম্যান্টিসিজম,* ***idealism*** *বা আদর্শবাদ, রবীন্দ্র মননে প্রেমের উত্তরন ও উপলব্ধি, অধ্যাত্ন ও ভগবৎ প্রেম, প্রেমের মনোদর্শন ও প্রেমের মনস্তাত্বিক উপাদান (আনন্দ, সুখ দুঃখ, আবেগ, স্মৃতি, বিরহ বেদনা, মান-অভিমান), রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের বিভিন্ন গান ও তার দার্শনিক বিশ্লেষণ]*

***[Methodology:*** *এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই* ***secondary source*** *বা গৌণ সূত্র হিসাবে বিভিন্ন সাহিত্য, মনস্তত্ব বিষয়ক ও সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই বিষয়টির বিশ্লেষণের জন্য আমাদের সমাজের চারপাশে প্রতিমুহুর্তে ঘটে যাওয়া প্রেমের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ও অনুভুতিগুলিকেও অনুসরন করে সেগুলিকে উদাহরণ সহযোগে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মূলতঃ এই গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার উৎস গ্রন্থভিত্তিক বলাই শ্রেয়।]*

রবীন্দ্র মানসলোকে সৃষ্টির অফুরন্ত ঝর্ণাধারায় আপামোর বাঙালি তথা বিশ্ববাসী আজ সমৃদ্ধ। সেই সকল সৃষ্টির প্রেরণা ও দর্শন চেতনার প্রধান উৎস হল প্রেম। কবি বলেছেন-"আত্মপ্রেমের মহিমাতেই, সোজা কথায় আত্মার কামনাতেই বিশ্বভুবন সত্য ও প্রিয় হয়। বিশ্বের জন্যই বিশ্ব প্রিয় নহে, আত্মপ্রেম যদি স্ফূর্তি পায় এই বিশ্বে তবেই বিশ্ব হয় সত্য ও সার্থক"। (সূত্রঃ-সংশয়,শান্তিনিকেতন, ১ম খন্ড)। অর্থাৎ এই বিশ্ব জগতের সাথে মানুষের স্বাভাবিক

সম্পর্ক স্থাপন করাই হল রবীন্দ্র প্রেমদর্শনের সত্য ধর্ম। লোভে, কামে, মায়ায়, নৈষ্কর্মে আবদ্ধ যে জগৎ আজও অস্বাভাবিক, কবির প্রেম সেই পথকেই সাধন স্বভাবের সত্যপথ হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ কল্পনাবাদী কবি, তিনি রোম্যান্টিক কবিও বটে তাই তিনি কল্পনার উৎকর্ষ ও অন্তর্দৃষ্টির স্বীকার সংযোগ করেন একথা সকলেরই জানা। কিন্তু আদর্শবাদ বা **idealism** হল রোম্যান্টিক কবিতার বা গানের একটি বিশিষ্ট লক্ষন তাই রোম্যান্টিসিজমের মূল উৎসই হল আদর্শবাদ। রোমান্টিকতা কেবল কল্পনাকে ঘিরেই তৈরি হয়না, তৈরি হয় কল্পনা ও বাস্তব পরস্পরকে সম্পৃক্ত করে। তাই বহির্জগৎকে অন্তর্জগৎ রূপে রূপান্তরিতকরণের প্রক্রিয়ায় যেখানে পৃথিবীর প্রতিটি অনু পরমানুর মিলন আকুতি উপলব্ধির জ্যোতির্ময়তায় উদ্ভাসিত হয় সেখানেই চিত্ত সৌন্দর্যের আঙিনায় দেখা মেলে প্রেমের যাকে বলা যায় **Romanticism**। রোমান্টিসিজমের তত্ত্ব অনুসারে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "বাহিরের জগত আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের রঙ, আকৃতি, ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমাদের ভাললাগা মন্দলাগা, আমাদের ভয় বিস্ময়, আমাদের সুখ দুঃখ জড়িত- তাহা আমাদের বৃত্তির বিচিত্র রসে নানা ভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে**.....**বস্তুতঃ বহিঃপ্রকৃতি এবং মানব চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষন যে আকার ধরিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষা রচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সত্য"। (সূত্রঃ সাহিত্য গ্রন্থের "সাহিত্যের তাৎপর্য" নামক প্রবন্ধ ১৩১০)।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে রবীন্দ্রমননে প্রেমচেতনায় বাস্তব জীবন চর্চার ছবিটা কিছুটা হলেও হয়তো কাল্পনিক প্রেমের দিক থেকে একটা বৈপরীত্য বা দ্বন্দ্ব তৈরি করে।যদিও কবির কাছে প্রেম এসেছে নানা বিচিত্র রূপ ধরে। কোথাও দৈবিক প্রেম, কোথাও প্রকৃতি প্রেম,আবার কোথাও ভগবত প্রেম। কিন্তু প্রেমের এই সকল ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত ও প্রকাশিত হয় মানব প্রেমকে আবিষ্ট করে। সেখানে কল্পনা ও বাস্তব কোথাও এসে মিলিত হয়ে মানব জীবনের প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত ও অনুভূতিগুলোকে রঞ্জিত করে তুলেছে আদর্শবাদের মধ্যে দিয়ে।

এই প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয়টিকে আলোচনার সুবিধার্থে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রেমের স্বরূপ, প্রেমের বৈশিষ্ট্য এবং মানব জীবনে প্রেমের উত্তরণ ও তার প্রকারভেদ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের প্রেমের গান গুলিকে মনস্তাত্বিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণের পাশাপাশি সেই সকল গানের কথা ও সুর কিভাবে মানুষের জীবনে প্রেমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে বা কতটা সত্য কল্পনার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত প্রেমকে ত্বরান্বিত করে তুলতে পারে সেই বিষয়গুলোকে প্রেমের ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করার প্রয়াস গ্রহন করা হয়েছে।

প্রথমেই দেখা যাক 'প্রেম' বস্তুটি আসলে কী?। 'প্রেম' শব্দটির গভীরতা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সঠিক ভাবে প্রেমের সংজ্ঞা নিরূপণ করা যথেষ্টই দুরূহ। তবু এক কথায় যদি প্রেমকে সংজ্ঞায়িত করা যায় তাহলে বলতে হয় যে প্রেম হল সুন্দরের উপলব্ধি এবং ভালোলাগা ও ভালবাসার চিরন্তন প্রকাশ। যে কোন জাগতিক বস্তু বা উপাদান হোক, ঈশ্বর হোক, প্রানীই হোক বা জড়ই হোক তার মধ্যেকার কিছু না কিছু লুকিয়ে থাকা সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করে তাকে সত্য রূপে গ্রহণ করাই হল প্রেম। যখন কোনও ব্যক্তিমন সুন্দরকে আপন চেতনায় উপলব্ধি করে, তাকে নিজের করে পাওয়ার চেষ্টায় নিজের আত্ম অভিব্যক্তিকে তার কাছে সমর্পন করে তখন উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসার অনুভূতি আদান প্রদান হয় সেটিকেই এক অর্থে প্রেমের আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

বিশিষ্ট লেখক শ্রী অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় তার লেখা "রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন" গ্রন্থে প্রেমের স্বরূপ নামক অধ্যায়ে এক জায়গায় বলেছেন যে- "প্রেমের লীলাভূমি মানুষের এই মনঃ বাসনার এই অনন্ত জগত, রসাস্বাদনের এই আনন্দ দিব্য স্বর্গধাম। মন ছাড়িয়া প্রেমের লীলা অসম্ভব। প্রেমের বহুরূপ, বহু বৈচিত্র্য। আবার রূপে রূপে ইহার

এক রূপ -এই প্রেম রূপ"।অর্থাৎ মানব মনের চোখ দিয়ে জগতের সকল কিছুর ভেতরকার সৌন্দর্য দর্শন ও তার রূপ বা অরূপানুভূতিকে যে জ্ঞান চক্ষু দ্বারা আমরা অনুভব ও গ্রহণ করি সেটিই হল প্রেম।

প্রেমের স্বরূপ কে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে বলা দরকার প্রেমের প্রকারভেদটি ঠিক কেমন? প্রেমকে মুলতঃ তিন প্রকার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে যথা- জাগতিক প্রেম, অধ্যাত্ম প্রেম এবং ভগবৎ প্রেম।এর মধ্যে জাগতিক প্রেমকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে মানব মনের প্রেম ও জীবন সংসারের লীলাভুমি। দাম্পত্য প্রেম, কামনা, বাসনা, আসক্তি, মায়া, মোহ এই সব কিছুই ঘিরে রয়েছে জাগতিক প্রেমকে আবিষ্ট করে। অপর দিকে পরমেশ্বরের সাথে মানবাত্মার মিলনের আকাঙ্ক্ষা, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সঁপে দেবার জন্য, তার সঙ্গে মিলিত হয়ে মনের সকল ইচ্ছাকে পূর্ণ করার বাসনায় জন্ম নেয় ঐশ্বরিক প্রেম বা অধ্যাত্ম প্রেম। আর মানব ও ভগবানের মিলিত প্রেমের লীলাক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ভগবৎ প্রেম। বলা বাহুল্য যে ভগবত প্রেমের প্রেমিক অবশ্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার প্রেমজীবনের বিচিত্র লীলারসের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে মানব জীবনে। দয়িত ও দয়িতার বিরহ, মিলন, বিচ্ছেদ, অভিসার এই সকল কিছুই ভগবৎ প্রেমের অংশ যা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে মানব জীবনের প্রাত্যহিক গতিচিত্রে।

প্রেমের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য যেমন বিচ্ছেদ, বেদনা, বিরহ ও মিলনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তেমনই দুটি প্রেমিক মনের মধ্যেকার বিশ্বাস, নিঃস্বার্থ ও সন্দেহ মুক্ত ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই প্রেমের সার্থক প্রকাশ ঘটে। বিচ্ছেদ থেকে বিরহ এবং বিরহ থেকে মিলন এবং সব শেষে সেই মিলনেই প্রেমের চরম পরিনতি। অন্য দিকে প্রেমকে আবার দু ভাগে ভাগ করা অসমীচীন নয় বলেই মনে হয় সেটি হল- কাল্পনিক প্রেম ও বাস্তব প্রেম। এই প্রেম দুই ধরনের মনকে কেন্দ্র করেই বস্তুতঃ গড়ে ওঠে অর্থাৎ শিল্পী মন ও কবি মন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কাল্পনিক প্রেম বাস্তবকে স্পর্শ করতে পারেনা-পারেনা সঠিক মূল্যায়ন করতে। তাই এই দুই ধরনের প্রেমের মধ্যে ঘটে যায় অন্তরদ্বন্দ্ব অর্থাৎ কখনো কখনো মনের ভিতরের তৈরি হওয়া কাল্পনিক ভালবাসা বা কল্পনা সৌন্দর্য যখন প্রেমে রূপান্তরিত হয় তখন কোনো কোনো সময় হয়তো সেই প্রেম আকস্মিক ভাবে সত্যকার প্রেম হিসাবে যেমন প্রকাশ পায় তেমনই  কখনো কখনো সেই প্রেম অপ্রকাশিত ভাবে মনের গহনে ক্ষণিকের আশ্রয় নেয় এবং সময়ের স্রোতে সেই ভালোলাগা, ভালোবাসা উপলব্ধি গুলো আস্তে আস্তে মনের অবচেতন স্তরে চাপা পড়ে হারিয়ে যায়। প্রেমের বিভিন্ন চিত্র, তার পরিধি, পরিব্যাপ্তি মানব মননে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি দ্বারা মায়ার জাল বিস্তার করে। আর সেখান থেকেই তৈরি হয় একে অপরকে কাছে পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা, পারস্পরিক নির্ভরতা ও অন্ধ ভালোবাসা যা অনেক সময় প্রেমের পথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রেমের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

এবার দেখা যাক শিল্পীমন ও কবিমন হিসাবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রেমের দার্শনিক অনুভূতিটা ঠিক কেমন?। কবির প্রেম চেতনা কী সত্যিই মানুষের জীবনবোধের সাথে সমধর্মিতা বজায় রেখেছে না কি কবির মনের প্রেমানুভূতি কেবলি কল্পনা অথবা কল্পনা মিশ্রিত জাগতিক এবং ঐশ্বরিক প্রেমের ক্রিয়াকলাপের বাস্তব প্রেমচিত্রটিকে সূচিত করছে?। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র মনোদর্শনে প্রেমের বিচিত্রানুভূতি কতটা বাস্তব জীবনকে ছুঁয়ে যায় সেটা এই পর্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আত্মপ্রেমেই সর্বলোক প্রিয় হয় ক্রমশঃ"। অর্থাৎ যে সকল প্রানী বা প্রাণীদের মধ্যে আত্মপ্রেম প্রসারিত হয়না, প্রেমের আলোকে যাদের দেখা যায়না তারা থেকেও থাকেনা। প্রেমের অভাবে সবই ব্যর্থ। সমস্ত জাগতিক অস্তিত্ব তখন অন্তঃসারশূন্য। তখন না বোঝা যায় মানুষের আত্মমহিমা, না জানা যায় জগতের কল্যান ধর্ম, না দেখা যায় প্রকৃতির আনন্দরূপ, না ভাবা যায় ঈশ্বরের করুনাঘন মূর্তি। এই জন্যই রবীন্দ্র দর্শনে প্রেমই হল তত্ত্বের তত্ত্ব। এর চাইতে বড় আর কিছু নেই। কবির মতে মানব মনোদর্শনে প্রেমই সত্য, প্রেমই শিব, প্রেমই সুন্দর। আর এই ত্রিধারার মিলনেই সৃষ্ট জগত ব্রহ্ম, যা কবির কাছে ঈশ্বররূপ অন্তরাত্মা। সুন্দরের সাথে এই অন্তরাত্মার

মিলনেই কবির প্রেমধর্ম স্বার্থক।অন্যদিকে রবীন্দ্র জীবনীতে বিশিষ্ট রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন- "প্রেমাদর্শ কবির আবাল্যের সম্পদ; তাঁহার প্রেম নিরাসক্ত-কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক নহে-বিশেষকে কেন্দ্র করিয়াই তো অশেষের সম্ভোগ। তিনি যাহাকে প্রেম নিবেদন করিয়াছেন সে হইতেছে নারী- বিশেষ নারী উপলক্ষ মাত্র।

লেখক আরও বলেছেন- "...রবীন্দ্রনাথের প্রেম কোনোদিনই বিশেষের মধ্যে শেষ আশ্রয় পায় নাই। চিরদিনই কবি ভালবাসিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা লৌকিক ভাব হইতে যাহাকে প্রেম আখ্যা দিই-সেই শ্রেণীর প্রেম তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই"। এই প্রসঙ্গে লেখক কবির একটি উক্তি তুলে ধরেছেন যেখানে কবি বলেছেন- "ভালোবাসার পূর্ণতা আত্মিক, সে হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের পরম প্রকাশ''... "ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অপরিমেয়কে পাওয়া এবং স্বীকার করাই অপরিমেয়কে সীমার মন্দিরে জাগিয়ে তোলার শক্তি।... এই ব্যক্তিগত প্রেমের বাহন নারী''। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র প্রেমের বৈশিষ্ট্য নিরুপণ করতে গিয়ে বলেছেন- "কবি যে প্রেমের কথা বলিতেছেন তাহার রূপ—

*মৌমাছির মতো আমি চাহিনা ভান্ডার ভরিবারে*
*বসন্তেরে ব্যর্থ করিবারে।..... .*
*পাখির মতন মন শুধু উড়িবার সুখ চাহে*
*উধাও উৎসাহে; (মধু- প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২, পৃ ১০)*

রবীন্দ্র চেতনায় প্রেমের মূল ভিত্তি হল অধ্যাত্মপ্রেম বা ঈশ্বর প্রেম। ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদন লাভের আকাঙ্ক্ষায়, এই জগৎ সংসার থেকে জীবন মুক্তির পথ অনুসন্ধানে সদা সচেষ্ট কবির সুন্দরের অরূপানুভূতি ও ব্রহ্মের স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রেম পরিনতি লাভ করেছে ঠিকই কিন্তু কবির ব্যক্তি জীবনে ভালোবাসার এবং নিকট প্রিয়জনকে পেয়ে হারানোর বেদনা ও ব্যথায় মানবিক প্রেমের সান্নিধ্যে প্রেমের সুখ, দুঃখ, আবেগ, আঘাত, একাকীত্ব ও মানসিক যন্ত্রণার ক্ষত এই সকল কিছুর মধ্যে দিয়ে যেমন প্রেমের চরম অনুভূতিগুলো প্রকাশ পেয়েছে অহরহ তেমনই কবির প্রেম চেতনার এক বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে কবির জীবনকালের বিভিন্ন সময়ের ভ্রমনে প্রকৃতি সৌন্দর্যের মধ্যে মানব ও প্রকৃতির মিলিত প্রেমানূভূতি। কবি একদিকে যেমন ভগবত প্রেমকে কেন্দ্র করে উপনিষদের প্রেমতত্ত্বে জীবনে বাঁচার রসদ ও মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন তেমনই মানব ও প্রকৃতিকে প্রেমের এক অবয়বে মিলিত করে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাকে উপলব্ধি করেছেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে যা ফুটে উঠেছে তাঁর আপন সৃষ্টির সৌন্দর্যপূর্ণ সাহিত্য, কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও সর্বপরি তার গানে।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রেম একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জীবনের রোজনামচার মধ্যে আমরা কোনো না কোনো ভাবে প্রেমকে আঁকড়ে ধরি। সাধারন চোখে যে প্রেমকে আমরা অনুভব করি বা প্রত্যক্ষ করি তা হল নর-নারীর পারস্পরিক প্রেম ভালবাসা, একে অপরের সঙ্গেকার মিলন, তাদের অন্তরের সুখ দুঃখের পারস্পরিক আদান প্রদান, উভয়কে কাছে পাওয়া না পাওয়ার আনন্দ, দুঃখ, যন্ত্রণা বা দুজন একে অপরকে হারানর বেদনা ও ব্যকুলতা। সেক্ষেত্রে ঐশ্বরিক বা অধ্যাত্ম প্রেম এবং অনান্য সকল সুন্দর দর্শন উদ্ভুত প্রেম অপেক্ষা মানবিক প্রেমই প্রকট হয়ে ওঠে অধিকতর। এই মানবিক প্রেম অর্থাৎ নারী পুরুষের প্রেম থেকেই জন্ম নেয় কৈশোর প্রেম, যৌবন প্রেম, দাম্পত্য প্রেম, ও বার্ধক্য প্রেম। জীবনের গতিপথে চলার চারটি স্তরের মতো এই মানবিক প্রেমেরও চার ধরনের স্তর অনুভূত হয়। প্রতিটি প্রেমের ক্ষেত্রে তার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র দেখা যায়। মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা ও বয়স যতই বাড়তে থাকে প্রেমের চরিত্রটাও বদলায় তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। অপরিনত থেকে ক্রমে পরিনতির দিকে এগিয়ে চলে সেই প্রেম। অনেক সময় দুটি মনের বোঝা না বোঝা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, স্বার্থপরতার স্বীকার হয়ে আলো আঁধারির মতো এক সময় এই প্রেমের পথ রুদ্ধও হয়ে যায়। তখন দুটি মনের মধ্যে তৈরি হয় দূরত্ব, হতাশা, অবসাদ। আর এই ব্যর্থ প্রেমের হতাশা ও অবসাদ থেকেই মনের জানালা বন্ধ করে জন্ম নেয় আত্মহনন, আত্মহত্যার মানসিকতা। অনেক সময় দেখা যায় যে প্রেমের নামে ঠকানোর প্রতিশোধ নিতে একজন আর

একজনের প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে অঠে। ঘটে যায় মৃত্যু বা ধর্ষণের মতো রক্তাক্ত নির্মম পাশবিক ঘটনা। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রেমের বিচ্ছেদকে দু পক্ষই মেনে নিয়ে তাকে ভুলতে চেষ্টা করে জীবনের বাকি পথ তারা নিজেরা নিজেদের মতো করে এগিয়ে চলে বা কেউ সেই বিচ্ছেদের অব্যক্ত বেদনাকে নিজের মধ্যে চেপে রেখেই তার বিপরীতে থাকা হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার মানুষটির জন্য নিজেকে তিলে তিলে শেষ করে দেয়। আসলে মানুষ যে প্রেমকে প্রথম থেকে সে আঁকড়ে ধরে সেই প্রেমকেই সে জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সমান ছন্দে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু সে বুঝতে পারেনা যে জীবনের গতিপথ সবসময় মসৃণ হয়না। তাই জীবনের নানা ওঠা পড়ার মধ্যে দিয়ে প্রেমেরও মধ্যে ভাঙা গড়ার খেলা চলে। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনাকে একে অপরে না মানিয়ে নেওয়ার ফলে সেই সকল ঘটনা থেকে একটা বৃহৎ আকারের প্রেম সম্পর্কিত মানসিক আঘাত ঘটে যায় যা সে সহ্য করতে পারেনা আর তখনই তার মনে তৈরি হয় অসহায়তা ও বেঁচে না থাকার উপলব্ধি। কাছের মানুষটির অভাব ও অস্তিত্বহীন সত্ত্বাকে সে মেনে মেনে নিতে পারেনা। আর তাই সে সিধান্ত নেয় চিরমুক্তির পথযাত্রী হয়ে এই জগতের সকল মায়ার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে চলে যেতে।

মানুষের মন হল বাস্তব জীবনের প্রতিফলন। জীবনের সকল আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, কষ্ট তার মনের আয়নায় ধরা দেয়। আর এই মনকে প্রভাবিত করে যে বস্তুটি সেটি হল সঙ্গীতের কথা ও সুর। কথা ও সুরের মায়াবী স্রোতে মানব মনে তৈরি হয় এক বিচিত্র অনুভূতি। তখন সে নিজেকে নিজে উপলব্ধি করতে পারে। তার অন্তরকে নাড়া দেয় গানের কথা ও সুরের মধ্যকার দর্শনবোধ। বিভিন্ন ঘটনার ছায়ায় যখন কোনো গান সৃষ্টি হয় তখন সেই গানের মধ্যকার বিষয় বস্তু অবশ্যই মানুষের জীবনের কোনো না কোনো এক বিশেষ মুহূর্তকে আশ্রয় করেই কথা ও সুরের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সেই গানই মনের আয়নায় জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনার স্মৃতি ও প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরে এবং মনকে পথ খুঁজে দেয় গতিশীল জীবনের পথ চলার পথ প্রদর্শক হিসাবে। তাই গান যেমন চোখের জলের অশ্রুবন্যাবেগে মানব মনের সকল দুঃখকষ্ট, আঘাত, বেদনা ও যন্ত্রণাকে ধুয়ে মুছে নতুন করে জীবনে বাঁচতে শেখায় তেমনই জীবনের কোনো এক সুন্দর মুহূর্তকে কল্পনার মায়ায় আবিষ্ট করে উদাসী মনকে টেনে নিয়ে যায় সুদূরের পিয়াসী করে। আর তাই এই ক্ষেত্রে বলা বাহুল্য যে সারা বিশ্বের সকল সঙ্গীত স্রস্টাদের মধ্যে হয়ত কেবল রবীন্দ্রনাথের রচিত গানই পারে মানব মন, শ্রোতা মনের সকল ভাবনা ও অনুভূতি তা সে প্রেমই হোক বা যে কোনো ভাল মন্দ, হর্ষ বিষাদ,আনন্দ বেদনা যাই হোক না কেন সেই সব কিছুকে জীবনের অধ্যায়ে প্রতিটি মুহূর্তে বা ক্ষনে তার গানের কথা ও সুরের মোহময় মায়াবী আকর্ষণে জীবনের না পাওয়া, হারানো সকল কিছুকে যেমন নতুন করে পাবার প্রয়াস জাগায় তেমনই চিরকালীন হারিয়ে যাওয়া কাছের মানুষের প্রেম, ভালবাসা, আসক্তি, মায়া, মোহ, বিশ্বাস এই সব কিছুকে পাওয়া বা পেয়ে হারানোর মধ্যে দিয়ে জীবনকে মনের কাছে বেঁচে থাকার ও দৃঢ় ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মানসিক শক্তি ও বল প্রদান করে।

উপনিষদের মন্ত্রে ও ধারায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন উপলব্ধি করতেন যে নিরাসক্ত, সর্বত্যাগী, ভোগহীন, কামনা বাসনাহীন বৈরাগ্য চিত্ত নিয়ে জীবনের পথ চললে তবেই জীবনান্তে পরমগতি ও পরম মুক্তিপ্রার্থী হওয়া যায় তেমনই কবি তাঁর আশি বছরের ব্যক্তি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ক্রমোত্তরনে কখনও কখনও মনে করেছেন যে ভোগহীন, প্রেমহীন, আসক্তিহীন সর্বস্ব জীবনে মুক্তির স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়। সকল জাগতিক মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ না হলে পরম মুক্তির স্বাদ মানুষ আস্বাদন করত পারেনা তাই কবি বলেছেন" বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়.....অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ"। জীবনের সকল প্রতিকূলতা, দুঃখ, যন্ত্রণার প্রতিনিয়ত অনুপ্রবেশে বিধ্বস্ত ও জর্জরিত কবি আঁকড়ে ধরেছিলেন প্রেমকে। যদিও নিঃসন্দেহে সেই প্রেম কোথাও দৈবিক আবার কোথাও মানবিক মিলনের অনুষঙ্গে প্রসারিত হয়েছে। আবার প্রকৃতিও ধরা দিয়েছে কবির কাছে তার মনের কথা শোনার সঙ্গী বা সঙ্গিনী হয়ে। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের মায়াময়ী রূপকে মানবদেহের অবয়বের সাথে কল্পনা করে সেই কাল্পনিক প্রেমকে যেমন তাঁর মনের দুয়ারে স্থায়ী আসন দিয়েছেন তেমনিই কবির মনের গহনে

উৎসারিত কল্পনার প্রেয়সীকেও অবলোকন করেছেন যার কোনো বাস্তব অবয়ব ও অস্তিত্ব না থাকলেও তাঁর গানে, গল্পে, কবিতায় তার রূপ সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন নর-নারীর প্রান অবয়বের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য রেখে। এখানেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শনে **poetic justice** এ কল্পনা ও বাস্তব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, অবশ্যই যার মূল অনুষঙ্গ হল প্রেম।

রবীন্দ্রনাথের বহু শাখায়িত সৃষ্টির ভিন্ন ধারার সম্পদ ভাণ্ডারের এক বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে প্রতিভাত হয়েছে রবীন্দ্রগান। এই গান যে ভারতীয় অনান্য সঙ্গীত এমনকি বিশ্ব সংগীতের সকল ধারা থেকে এক অন্যমাত্রার বৈশিষ্ট্যে স্বকীয়তা বজায় রেখে সমুজ্জ্বল হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এর কারন স্বরূপ বলা যায় যে তাঁর গানের সুরে বিভিন্ন রাগ রাগিণী তথা ভিন্ন ভিন্ন স্বরের মিশ্রন ও সংযোজন এবং তার সাথে গানের কথার অন্তর্নিহিত দর্শনবোধ যা সমগ্র বিশ্ববাসীর মনের ভেতরকার বিচিত্র অনুভূতিকে সহজ ও সাবলীল ছন্দের ন্যায় প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। মানুষ যদি তার মনের আবেগ ও অনুভুতিকে তার বিপরীতে থাকা কোনো মানুষকে প্রকাশ করতে অক্ষম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বলা বাহুল্য যে কবির গানের মায়াবী সুরের জাদুতে মানুষের মনের সকল ভারাক্রান্ত, সকল কুয়াশা কেটে যায়। সেই গানের কথা মানুষ উপলব্ধি করে নিজের কাছে নিজেকে দাঁড় করায়- উদ্ঘাটন করে তার আত্মপরিচয়কে, বিশ্লেষণ করে তার বিবেক চেতনাকে।

রবীন্দ্র গানের বিভিন্ন ধারায় দেখা যায় যে সকল জাগতিক উপাদান অর্থাৎ মানব, প্রকৃতি, দিন-রাত্রি, আলো আঁধার,সুন্দর অসুন্দর, বিরহ বিচ্ছেদ, সুখ দুঃখ, আনন্দ বিষাদ ইত্যাদি সকল কিছুর এক অসামান্য দার্শনিক মেলবন্ধন ঘটেছে। কবির গানে একদিকে যেমন সুন্দর ফিরে এসেছে বার বার তেমনি সেই সুন্দরের প্রকাশ ঘটেছে কখনো ঈশ্বরের উপলব্ধিতে আবার বা কখনো সেই সুন্দর কবির অনুভূতিতে ধরা দিয়েছে বিশ্বজনীন প্রেমস্বরূপে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গীতরাশিমালা একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে গীতবিতান নামক সঙ্গীত গ্রন্থে যেখানে কবি নিত্যজগতের সকল মুহূর্তের ভাবরূপকে ব্যক্ত করেছেন ছয়টি সুবিনন্থ পর্যায়ের গীতমালিকায়। পূজা, প্রকৃতি, স্বদেশ, বিচিত্র, আনুষ্ঠানিক ব্যতীত যে পর্যায়টিকে কবি সমগ্র মানব ও ঈশ্বর অনুভূতির আবেগ, ভালোবাসা, বিরহ, মিলনকে তার অন্তরদর্শনের ভাবধারায় প্রতিফলিত করেছেন সেই পর্যায়টি হল প্রেম।

প্রেম পর্যায়ের গানগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে এই পর্যায়ের গানগুলিকে যে শুধুই কবি মানবাত্মা ও দেবাত্মার মধ্যকার প্রেমকে তার গানের আলোকে প্রস্ফুটিত করেছেন তাই-ই নয়, সেখানে এক সুবিশাল অংশ জুড়ে অবস্থান করছে প্রকৃতির অনুষঙ্গ। আমাদের বাস্তব জীবনের ভালবাসার অনুভূতি যেমন বিচিত্র তেমনই সেই বিচিত্রের রূপ ধরে প্রেমের প্রকাশও হয় ভিন্নতর ভাবে। আর সেই ভিন্নতার মধ্যে প্রকৃতির ছয় ঋতুর সৌন্দর্যে ও বৈচিত্রের স্বকীয়তায় সমুজ্জল। তার রূপ, রস, গন্ধের বিচিত্র প্রকাশ ও অনুভূতি আমাদের জীবনের সুখ, দুঃখ বিরহ মিলনকে কোনো না কোনো ভাবে ত্বরান্বিত করে অহরহ। বসন্তের সবুজ নবীন প্রকৃতি যেমন মানব মনে চঞ্চলতা ও উদ্যমতার ক্ষমতা উদ্রেক করে যৌবনের পদধ্বনিতে সকল জড়াকে অতিক্রম করে তাকে পিছনে ফেলে আগামীর ডাকে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার হাতছানি দেয় তেমনি বর্ষার ঘনান্ধকার বাদল নিশীথে মন বিরহে ভারাক্রান্ত হয়। মিলন বিচ্ছেদের অব্যক্ত বেদনায় বিবাগি মন হারিয়ে যায় কালো মেঘের মাঝখানে। এমন ভাবেই শরতের অমল আলোয় উৎসবের নূতন বাণী, নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা আর কাশবনের অমোঘ সৌন্দর্যে মানব মন হয় উদাসী কিংবা শীতের রুক্ষময় প্রকৃতির হাহাকারে কোথাও বা জীবনের সকল কিছু হারিয়ে ফেলা,সকল খেলা শেষ করে বার্ধ্যক্য ভরা জীবনের শূন্যতা নিয়ে জাগতিক মায়া ত্যাগ করে চলে্ যাওয়ার ইঙ্গীত বহন করে- যেন জীবনে কিছুই পাওয়া হলনা-দেওয়া হলনা কিছুই। আর এই সকল অনুভূতির সূক্ষ্ম প্রকাশ, প্রকৃতি ও প্রেমের অনুষঙ্গে কবির প্রেম পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যা আমাদের প্রাত্যহিক জ়ীবনের প্রেমের এক একটা মুহূর্তকে সহজেই স্পর্শ করে মনের আয়নায় তার বানী ও সুরের রেখা অচিরেই দাগ কেটে দেয় অবলীলাক্রমে যে দাগ সহজে বিলিন হয়না। এই প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য যে বিদেশি কবি JOHN KEATS এর লেখা একটি কবিতা

THE HUMAN SEASONS এ কবি প্রকৃতির চার ঋতু যথা গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত ও বসন্তের সাথে মানব জীবনের চারটি অধ্যায় অর্থাৎ শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং বার্ধ্যক্যের জীবনধারাকে বর্ননা করেছেন মাত্র। আর আমাদের কবি সকল প্রকৃতির সকল সৌন্দর্যকে একসূত্রে প্রেমের বৈচিত্রময় অনুভূতির মালায় গ্রথিত করেছেন। তাই এখানেই পাশ্চাত্য কবিদের থেকে বাঙ্গালী ও ভারতীয় কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যথাযথই অনন্যতা ও স্বকীয়তার দাবী রাখে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রেম যেমন সত্য তেমনই প্রেমের উদ্ঘাটন ও তার প্রকাশের রূপটিও বিচিত্র। আর তাই এই প্রবন্ধটির দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানগুলির মধ্যে ঐশ্বরিক প্রেমের পাশাপাশি মানবজীবনে প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি মূলতঃ মানব মানবীর প্রেমের গভীর দর্শনের Identity টাকে একবার এই পর্বে খুজে দেখার চেষ্টা করব।

মানবমনে যখন প্রথম প্রেমানুভুতির সঞ্চার হয় তখন তার মধ্যে এক সুন্দরকে উপলব্ধি করার আকাঙ্খা তৈরি হয়। পরস্পরকে কাছে পাওয়ার একে অপরের অপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনের পথ চলার এক অনাস্বাদিত আকাঙ্খা উপলব্ধ হয়। কবি রচিত ঠিক এমনই একটি প্রেম পর্যায়ের গান "ভালবেসে সখী নিভৃত যতনে"। সামগ্রিক ভাবে গানটির দার্শনিক দিকটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গানটির সম্পূর্ণটাই জুড়ে রয়েছে পরস্পর দুটি মনের একসাথে জীবনের পথ চলা, বিচ্ছেদহীন অটুট বন্ধনের প্রতিশ্রুতি-"ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে আমার মুখর পাখি তোমার প্রাসাদ প্রাঙ্গনে"।

অন্যদিকে প্রেমের মধ্যে আর এক ধরনের সাদৃশ্য দেখা যায় যা নিতান্তই ঐশ্বরিক ও মানবিক উভয় প্রেমের ক্ষেত্রেই সমান ভাবে প্রযোজ্য সেটি হোল-প্রেম নিবেদনের পরবর্তী না পাওয়া সাড়ায় যখন মন বিহ্বল ও কাতর হয়ে ওঠে, যখন মনের মধ্যে অবসন্নতা গ্রাস করে তখন সেই মুহূর্তের ছবি ফুটে উঠেছে কবির আর একটি গানে- "আমার পরান লয়ে কি খেলা খেলাবে"- গানটিতে কানাড়া রাগের গম্ভীর সুরে সেই বেদনার ছায়া প্রকাশিত হয়েছে কারন কবির কাছে তো তার প্রিয় বা প্রিয়া একদিকে স্বয়ং ঈশ্বর এবং আর একদিকে ঈশ্বর রূপ মানব মানবী যা আমাদের বাস্তব প্রেম ধর্মের মিলন সাধনের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছে। অন্তরাত্মা ও জীবাত্মাকে কবি নর নারীর অবয়ব রূপ কল্পনাকে তুলনা করে তাদের পরস্পরকে না পাওয়ার বেদনাকে দুটি সত্তার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন।

প্রেম যেমন বাস্তব তেমনি প্রেম হল সুন্দরের কল্পনা। তাই সেই না দেখা সুন্দরকে মনে মনে বিচিত্র অনুভূতির দ্বারা তাকে প্রেমাসনে বসানোর ভাবনাই প্রকাশিত হয়েছে "হে সখা বারতা পেয়েছি মনে মনে" গানটিতে যেখানে কবি তার সুন্দরকে "এসেছ অদেখা বন্ধু" বলে সম্বোধন করেছেন। তার স্বরূপ দেখার কামনায় কবি মন আকুল। ঠিক এমনটাই হয় আমাদের বাস্তব জীবনেও। যখন আমরা কোন কাছের মানুষকে মনে মনে পাওয়ার কামনা বাসনা করি, তাঁকে প্রত্যক্ষ না করেই তার রূপ কল্পনায় এক সুদর্শন প্রেমময় রূপ অঙ্কিত হয় আমাদের চিত্তে।

প্রেম আমাদের জীবনের বিশুদ্ধ কল্পকথা নয় - এই জীবনে প্রেম বাস্তবিকই সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হল কোন প্রেম আমাদের principal? মনের নিম্নতলে যে প্রেম রয়েছে সেই প্রেম অর্থাৎ দুটি মন ও হৃদয়ের পরস্পর কাছে আসার তাগিদে মায়া, মোহ, কামনা, বাসনা, আসক্তি, ভোগ? না কি যে প্রেম উচ্চপথগত সাধন মার্গে নিয়ে যায় অর্থাৎ ভগবান পরমেশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পন করে তাকে কাছে পাওয়া, তার দর্শনলাভে অন্তরাত্মার মুক্তিসাধন করার প্রচেষ্টায় তার পদপ্রান্তে সকল কিছুকে নৈবেদ্য দিয়ে জীবনের মুক্তিগামী পথকে অনুসন্ধান করা?

এই জগতে মোহ থেকেই রতি, রতি থেকে প্রীতি, প্রীতি থেকে প্রেম এবং প্রেম থেকেই সর্ব জগৎ প্রেমভারের আনন্দে উদবেলিত হয়েছে। তাহলে কি কবি নিছকই মানব মানবীর প্রেমধর্মে ঈশ্বর প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন? না কি এর বিপরীতটা ঘটেছে?। সুতরাং প্রেমে আবিষ্ট হওয়া থেকে প্রেমের চরম পরিণতি পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রই রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের প্রেমের গানে পরিপুষ্ট ও পরিব্যপ্ত।

একে অপরের প্রেমে যখন নিজেরদের আবদ্ধ করে থাকে তখন দুটি মন অনেক সময় পরস্পরকে বুঝতে পারেনা অথবা আগে থেকে জানেনা। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করে আর তাই একজন মিথ্যা বাহ্যিক প্রেমের মোহে অপরজনের মনের কাছে ধরা দিলে অপরজন হয়ত বুঝতে পারে যে সে ভুল মানুষকে ভালবেসেছে- সেখানে অন্তরের প্রেম নেই আছে শুধু রূপজ মোহ আর তাই সেই ভালোবাসার পরিণতি প্রকৃত প্রেমিকমন বুঝতে পারে এবং তার বিপরীতে থাকা মানুষটির কাছে বার্তা প্রেরণ করে কবির গানের ভাষায় বলে ওঠে—

*"জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে মনের ভুলে.....তাই হোক তবে তাই হোক দ্বার দিলেম খুলে"।।*

গানটিতে এমনই এক সম্পূর্ন বাস্তব প্রেমচিত্র ধরা দিয়েছে। এখানেই প্রেমের স্বার্থকতা কারণ প্রেম কখনো বয়স, লিঙ্গ, জাতিভেদ বর্ন কিছুই মানেনা। প্রেম শুধু খুঁজে নেয় তাঁর মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা সুন্দরের অরূপানুভূতিকে। প্রেমে আসক্ত এবং আবিষ্ট হয়ে প্রেম বন্ধনে ধরা দেবার অনেক গানই আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের গানে পাই তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল--

১। আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি
২। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে
৩। তোমার গোপন কথাটি সখী রেখোনা মনে
৪। আমার নয়ন তোমার নয়ন তলে মনের কথা খোঁজে

এতো গেল প্রেমের প্রকাশ সংক্রান্ত কবির দর্শনবোধ। কিন্তু এই প্রেমই যখন দুটি মনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে- সৃষ্টি করে ক্ষত তখন সেই দূরত্ব থেকেই সৃষ্টি হয় ভাঙ্গন। আর সেই ভাঙ্গন থেকেই ঘটে বিচ্ছেদ এবং তার পরিনতি স্বরূপ অবশেষে তৈরি হয় মানব প্রেমিক মনে বিরহ,ভারাক্রান্ত বিষাদগ্রস্থ হতাশা। কিন্তু কেন দুটি মনের মধ্যে প্রেমে দূরত্ব আসে? তার উত্তরস্বরূপ বলা যেতেই পারে যে - একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস, মানবিক মিলনের অতৃপ্ত কামনার অসফলতা, মানসিক দ্বন্দ্ব, পরস্পরের অপ্রকাশিত অথবা অব্যক্ত না বলা কথা যা একে অপরকে বুঝে মনের ভারকে ভাগ করে নেওয়ার পথ তৈরি করে। প্রেমে দূরত্ব সৃষ্টির এই সকল ধারনা কেবল মানবপ্রেমের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, এই ধারনা দৈবিক ও অধ্যাত্ম প্রেম দূরত্বকেও সমান ভাবে ত্বরান্বিত করে।

কবি তার প্রেম পর্যায়ের বহু গানে প্রেমের নেতিবাচক দিকগুলির এমনই বিচিত্র ঘটনা ও অনুভুতিকে প্রকাশ করেছেন অনায়াসে যেমন- "আমার জ্বলেনি আলো অন্ধকারে", "অশান্তি আজ হানল এ কি দহন জ্বালা", "মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে", "মনে রয়ে গেল মনের কথা", "বড় বেদনার মতো বেজেছ" ইত্যাদি গান। এই সকল গানেই মনের গভীর বেদনা, মর্মান্তিক অবষাদ, কাছে পেয়েও তাকে হারানোর ব্যথার বাস্তব ছবিটা স্বচ্ছ হয়ে ফুটে উঠেছে। এমনই আরও বেশ কিছু গান যেগুলি বিরহ ও বিচ্ছেদকে প্রেমের পটভুমিতে গভীর ভাবে মূর্ত করে তুলেছে—

১। এতো খেলা নয় খেলা নয়
২। দিবস রজনী আমি যেন কার
৩। সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি
৪। ভালোবেসে যদি সুখ নাহি
৫। কেহ কারো মন বুঝে না

প্রেমের আর একটি দিক হচ্ছে নিঃসংশয় নির্ভরতা। অর্থাৎ দুটি মনের সঙ্কোচ অবসানে প্রেমের সার্থক উপলব্ধি। তারই ছায়া পড়েছে কবির নিম্নলিখিত আরও কয়েকটি প্রেমের গানে—

১। আমি আশায় আশায় থাকি
২। আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে

প্রেমের গভীর রসায়নকে উপলব্ধি করার মধ্যে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তৈরি হয় সেই অভিজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রেই মানব মনের আত্মসত্তাকে প্রশ্ন করে যে প্রেমের বন্ধনে ধরা দেওয়া কি ভুল? প্রেমের মোহে প্রেমের খেলায় না মেতে আসক্তিহীনতায় জীবন কাটালে কি প্রেম ঘটিত দুঃখ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করা যায়? আর এই প্রশ্নের মধ্যেই আমাদের ধর্মগ্রন্থ বেদের শেষাংশ উপনিষদ ভাবনার সাথে বাস্তব প্রেম ভাবনার এক চরম দ্বন্দ্ব তৈরি হয় মানব মনে কারন উপনিষদ বলে নিরাসক্ত, নিস্কাম, ভোগহীন, স্বার্থগন্ধ শূন্য হয়ে জীবন কাটালে তবেই জীবনে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করা যায়, ব্রহ্মানন্দের স্বাদাস্বাদন করা যায়। অন্যদিকে বৌদ্ধ ভাবনা কিন্তু অন্য কথা বলে। সেখানে মানব মনের প্রেম, ত্যাগ, কল্যান ও মৈত্রীর মধ্যেই জীবনের ঈশ্বর ও মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। যাইহোক এমনই কিছু আত্ম উপলব্ধি কবির প্রেমের গানের মধ্যেও চিরন্তন হয়ে ফুটে উঠেছে—

১। ভূল করেছিনু ভূল ভেঙেছে
২। নীরবে থাকিস সখী ও তুই নীরবে থাকিস
৩। সখা আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি
৪। না না ভূল কোরো না গো ভূল কোরো না

একদিকে যখন প্রেমের মধ্যেকার বিষাদ, বিচ্ছেদ, বেদনাকে কবি তুলে ধরেছেন তাঁর গানের কথায় তেমনই অনেক গান আছে যেখানে বিরহ বিচ্ছেদের বাঁশির সুর মিলনের দূত হয়ে বাজে—

১। বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে
২। বনে এমন ফুল ফুটেছে মান করে থাকা আজ কি সাজে
৩। দুঃখের যজ্ঞ অনল জ্বলনে জন্মে যে প্রেম

প্রেমের মধ্যে বিচ্ছেদ যেমন সত্য তেমনই সেই বিচ্ছেদ অনেক ক্ষেত্রেই মান অভিমানের সজ্ঞাতে সৃষ্ট। প্রেমের মধ্যে বিচ্ছেদ হলে পরবর্তী পর্যায়ে সেই প্রেমে মিলনও সম্ভব। আর এই মিলন বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী সময়টা হল বিরহ। কিন্তু প্রেমের মধ্যে যখন দুটি মনের সম্পুর্ন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তখন সেই ছাড়াছাড়ি থেকে একে অপরকে ছেড়ে চলে যাওয়ার একটা মানসিকতা তৈরি হয় তা সে মনের মানুষটিকে ছেড়ে চিরকালীন চলে যাওয়া হতে পারে অথবা হতে পারে নিজেকে এই জীবনের বন্ধন থেকে চিরমুক্তি দিয়ে সকল মায়া, সকল দুঃখের বিলোপসাধন করা। এই চলে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে চিরন্তন হয় প্রেম। স্মৃতির প্রহারে অশ্রুজলের রঙিন উপকরণে স্মরণীয় হয়ে থাকে সেই প্রেম।এক্ষেত্রে একবার ভাবা যাক মৃত্যুপথ যাত্রী ইংরেজ কবি **John Keats** এর সেই বেদনাতুর উচ্চারণ- "ধরিত্রীর সুখমেলা একদিন শেষ হয়ে যাবে, সেদিন আমি থাকব না, লিখব না লেখা, আকাশে প্রেমের উচ্চ প্রতীক মেঘ ভেসে যাবে, আমি তখন তাদের হাসি কান্নার মায়াবী স্পর্শ না দিয়ে ভাবনার আলোছায়াময় চিত্র লেখায় ধরে রাখব না"।

ঠিক এমন ভাবেই এই বিদায় ব্যথা, এই স্মৃতি ভারাতুর বেদনা, দুটি মনের থেকে সরে গিয়ে এই বিশ্বের সকল মায়ার আবরণ ছিন্ন করে চলে যাওয়ার হাহাকার রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের বহু গানে ধ্বনিত হয়েছে করুন সুরে। তারই কয়েকটা প্রেমের গানের দার্শনিক নিদর্শন হল—

১। তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে
২। তোর প্রানের রস তো শুকিয়ে গেল
৩। স্বপন দোঁহে ছিনু কি মোহে
৪। যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে

৫। আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে মানব জীবনের মধ্যে যে বাস্তব প্রেম চেতনা, প্রেমবোধ,ও প্রেমের নানা রূপ বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে উঠেছে সেগুলির সাথে রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শনে প্রেমের উত্তরণ এবং সেই প্রেম দর্শনকে তাঁর রচিত প্রেমের গানে কি ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সেটি যেমন সংক্ষেপে ব্যখ্যা করা হল তেমনই প্রেমের আর একটি বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে অবস্থান করছে কবি ও মানব মনের মানস কল্পনা। কল্পনা ও তার অতুলনীয় প্রতিবিম্বন মানব জীবন ও তার পুনরাবৃত্তি, অন্তর্লীন বা আত্মিক চিন্তা সমূহের সাথেই তুলনীয় হতে পারে। কল্পনার অধিশ্বর রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন-"গানের সুরে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেম, আর সব জিনিসের মূল্য যেন এক মুহূর্তে বদলে গেল। যা অকিঞ্চিৎকর ছিল তাও অপরূপ হয়ে উঠল কেন না গানের সুরের আলোকে এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। অন্তরে সর্বদা এই গানের দৃষ্টি থাকেনা বলেই সত্য তুচ্ছ হয়ে সরে যায়"। (সূত্রঃ- তথ্য ও সত্যঃ সাহিত্যের পথে)

রবীন্দ্রনাথ যাকে সুর বলেছেন তারই নাম কল্পনা- দ্যুলোক ভূলোক সঞ্চারিণী অঘটন পটীয়সী সেই প্রতিভাশক্তি যা কবির আত্মা, কবির জীবন। কবির জীবনে কল্পনাকে আশ্রয় করেই বিচিত্র রূপে প্রতিভাত হয়েছে প্রেম। রোম্যান্টিক কবির কাছে সেই প্রেম অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতি চেতনার সৌন্দর্যে কল্পনা মিশ্রিত ভাবনায় ভেসে গেছে। তাই প্রেম ও প্রকৃতি কোথাও যেন রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান ও প্রকৃতির গান পারস্পরিক অনুষঙ্গে অর্ধনারীশ্বর রূপে সহাবস্থান করেছে। প্রকৃতির ছয় ঋতুর যেমন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র আছে তেমনই সেই ঋতুর বৈশিষ্ট্য কোথাও যেন মানব জীবনের গতিপথের চারটি স্তর যথা- শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই প্রতীকী চিহ্ন রূপে সূচিত করে।

রোম্যান্টিকের কাছে প্রকৃতি হল জীবন্ত মানসিক সত্তা। প্রকৃতই সর্বশ্রেষ্ঠ। রোমান্টিসিজমের মধ্যে রয়েছে বিবিধ উপাদান। কিন্তু তার যথার্থ প্রকাশ ঘটে প্রকৃতির সাথে জীবনবোধের নিবিড় ভালোবাসায়। আর তাই বোধহয় কবি বর্ষাকে নারী রূপে এবং বসন্তকে পুরুষ রূপে কল্পনা করেছেন। ঋতুকূলরানী বর্ষা আর ঋতুরাজ বসন্ত তাই প্রেমের সকল বাণী ও সকল অনুভূতি স্পর্শ করার উপকরণ নিয়ে কবির প্রেম পর্যায়ের গান জুড়ে অবস্থান করছে। বর্ষার মধ্যে যেমন কবি দেখেছেন একাধারে নর নারীর প্রেমের মিলন বিচ্ছেদ, বিরহ ভার ও বেদনার মূর্ত রূপ ঠিক সেরকম ভাবেই বসন্ত কবির কাছে ধরা দিয়েছে নব যৌবন সহ সুপ্ত প্রেম বাসনার বন্ধনের প্রতীক রূপে। বর্ষা ও বসন্তের মধ্যে জীবনের সকল আলো আঁধারির প্রেমকে এক করে দিয়েছেন তার প্রেম পর্যায়ের বেশ কিছু গানে। তারই কিছু গানের নিদর্শন হল—

১। দিয়ে গেনু বসন্তের এই গান খানি (বসন্তের অনুষঙ্গ)
২। আজি গোধূলি লগনে এই বাদল গগনে (বর্ষার অনুষঙ্গ)
৩। আজি দক্ষিণ পবনে (বসন্তের অনুষঙ্গ)
৪। মেঘছায়ে সজল বায়ে (বর্ষার অনুষঙ্গ)
৫। আজি এ নিরালা কুঞ্জে (নব বসন্তে লতায় লতায় পাতায় ফুলে- বসন্তের অনুষঙ্গ)
৬। বর্ষণ মন্দ্রিত অন্ধকারে (বর্ষার অনুষঙ্গ)
৭। কখন যে বসন্ত গেল (বসন্তের অনুষঙ্গ)
৮। তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে-(বসন্ত আজ উচ্ছাসে নিঃশ্বাসে- বসন্তের অনুষঙ্গ)

এই ধরনের গানগুলিতে বর্ষা ও বসন্তকে কবি যেমন সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন তেমনই এই গানগুলির ক্ষেত্রে কোথাও প্রেম ও প্রকৃতি একাকার হয়ে গেছে বর্ষা ও বসন্তের বেশ কিছু শব্দ ব্যঞ্জনায় যেমন- বাদল ধারা, দখিনা বাতাস, সজল মেঘের ছায়া, ইত্যাদি। তাই এই গানগুলিতে সৌন্দর্য অন্বেষণের আকাঙ্খা ও তাকে হারিয়ে ফেলার বেদনার মূমুর্ষ ব্যথা যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনই জীবনের ভালবাসার ভিন্ন মুহূর্ত, মনের মানুষটির সান্নিধ্যলাভ

অথবা তার অস্তিত্বহীনতার কল্পনায় কোথাও যেন শ্রাবণের বাদলধারা বা ঘনান্ধকার বৃষ্টিস্নাত রাত ব্যক্তিমনকে প্রিয়তমা বা প্রিয়তমের পরস্পরের মিলনের অতৃপ্ত আকাঙ্খা বা নিঃসঙ্গতাকে চেতনার রঙে রাঙিয়ে তুলেছে। অন্যদিকে আবার সদ্য যৌবন, নব প্রেমের মধ্যে ভালবাসার মানুষকে নতুন করে আবিস্কার করা এবং নিজের মতো করে প্রাণোচ্ছল ভালোবাসার জয়গানই গায় বসন্তের চিত্র বর্ণিত প্রেমের গান গুলি।

প্রেম বা ভালোবাসা এই বস্তু দুটি পরস্পর পরিপূরক। অর্থাৎ একে অপরের ছায়া বলা যায়। ভালোবাসা না থাকলে যেমন প্রেম হয়না তেমনই গভীর প্রেম অন্তরে সিঞ্চিত না হলে কোন প্রেমময় সম্পর্কও গড়ে ওঠেনা। আর তাই সেই সম্পর্ক সুমধুর হয়ে ওঠে দুটি মনের হৃদয়াবেগ ও ভালোবাসায়। কবির রচিত গানের সৃষ্টিশীল ভাণ্ডারে গীতবিতানের ছয়টি পর্যায় ব্যতীত আরও অনান্য কয়েকটি পর্যায়ের গানেও সাঙ্গীতিক রচনার পটভূমিতে প্রেমের বহুবিধ বৈচিত্র্য ধরা পড়ে যেমন উদাহরন স্বরুপ বলা যায় "প্রেম ও প্রকৃতি" পর্যায় এবং বিবাহ সঙ্গীত পর্যায়।

এক অর্থে দেখতে গেলে "প্রেম ও প্রকৃতি" পর্যায়টি সম্পূর্ণ রূপে স্বত্যন্ত্র এবং নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই পর্যায়টিকে কবি বোধহয় মানবপ্রেম এবং ভগবৎ প্রেমকে একসূত্রে মিলিত করে প্রকৃতির পটভূমিকায় চিত্রগাথা রচনা করেছেন।প্রতিটি গানই এখানে যেমন জাগতিক প্রেমের বাস্তবকে প্রকাশ করে তেমনই কোথাও যেন মানবপ্রেমে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার পরস্পর মেলবন্ধনকে রূপকতার আঙিনায় টেনে এনেছে।প্রকৃতির আঙিনায় কৃষ্ণপ্রেমে লোকলাজ ভুলে শ্রীরাধিকার বিরহ, মিলন, অভিসার, মান অভিমান এবং অন্যদিকে দয়িতারুপে রাধিকাকে কাছে পাওয়ার জন্য রাধারমনের আকাঙ্খা বা তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তাকে হারানোর ব্যকুলতা, জীবনের সকল বেদনার জন্য মনের হাহাকার করা অনুভূতি এক অর্থে মানবজীবনের প্রেমের বাস্তবক্ষেত্রটাকেই প্রকাশ করেছে। গানগুলিতে প্রেম ভালোবাসার সম্পর্কের বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে সহজ সাবলীল কথা ও সুরের দ্বৈত ছন্দে। তেমনই কিছু গান—

১। দুজনে দেখা হল মধুযামিনী রে
২। বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে
৩। একবার বলো সখী ভালোবাস মোরে
৪। হা সখী ও আদরে আরো বাড়ে মন ব্যথা
৫। আমি স্বপনে রয়েছি ভোর
৬। এতদিন পরে সখী সত্য সেকি হেথা ফিরে এল

বলা বাহুল্য যে এই ধরনের গানগুলির কথার অন্তর্নিহিত তত্ত্বের দিকে নজর দিলে বোঝা যায় যে গানগুলির মধ্যে কবির নিজের ব্যক্তিজিবনের প্রেমানুভূতির ছবিটাও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে প্রেম কবির নতুন বৌঠান অর্থাৎ কাদম্বরী দেবীর ছায়াস্পর্শে পূর্ণতালাভ করেছে।

প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলি মূলতঃ নর নারীর প্রেমকে সখা ও সখী সম্বোধনে প্রকাশ করেছে। এই পর্যায়ে দেখা যায় যে প্রকৃতি ও মানুষ এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। প্রকৃতির বিভিন্ন সৌন্দর্য অন্বেষণে তৃষিত কবি তার গানগুলির মধ্যে বকুল, পারুল, শালপিয়ালের বন, যমুনার তীর, বর্ষনমুখরিত রাত, অনন্ত অসীম পথ, প্রভাত আলো বা তরুন প্রাতের অরুন আকাশ, ফাগুন হাওয়া, দখিনা বাতাস ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্যময় অনুষঙ্গে সকল প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে প্রেমের সৌন্দর্য দর্শনকে এমন ভাবে সমন্বয় সাধন করে রূপকল্পনায় স্থান দিয়েছেন যেখানে প্রেমের তত্বটি

প্রেম বা ভালবাসার অনুভূতির আর এক অন্যতম অনুঘটক হল "স্মৃতি"।প্রেমের স্মৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্র জীবনীতে কবির এক মুল্যবান উক্তি- "কোন অতীত স্মৃতি জাগে নবীন প্রেমের অভিঘাতে- কে তা জানে?... অবচেতনের গহন তল হইতে ক্ষনে ক্ষনে জাগে.....আমার মনটাকে বিধাতা নাট্যশালা করতে ইচ্ছা করেছেন। তিনি যাদুঘর বানাতে চান না। তাই জমা করে পাওয়া আমার লোকসান, হারিয়ে হারিয়ে পাওয়াই আমার লাভ"। এই প্রসঙ্গে প্রভাত কুমার

মুখপাধ্যায় রবীন্দ্র জীবনীতে বলেছেন- "সেই বিরহেই তাঁহার মনে জাগায় দুঃখের আনন্দ; ..... যাহাকে ভালোবাসা যায় তাহাকে দুঃখের ভাগী না করিয়া নিজেই সেই সুমধুর বিরহক্র ভোগ করিবার জন্য কবিচিত্ত ব্যাকুল"। ভালোবাসার টানাপোড়েন, তার পরিনতি অথবা অপরিনত সম্পর্কের বিচ্ছেদ এই সকল ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরবর্তী ক্ষেত্রে মনের আঙিনায় গভীর ভাবে রেখাপাত করে।কঠিন প্রেমের পথ অতিক্রম, প্রেমের আঘাত বা যন্ত্রনা, আবার বা প্রেমের সুপরিনতির মসৃন পথ, প্রেমে সাফল্য, একে অপরের কাছাকাছি আসা ইত্যাদি এই সকল ঘটনাই একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর মানবচেতনায় "স্মৃতির" অন্তরালে চলে যায়। তাছাড়া জীবনের বয়স যতই বাড়ে ততই মানুষ তার অতীত স্মৃতি আঁকড়ে ধরতে চায়। তেমনই আঁকড়ে ধরে তার জীবনের প্রথম প্রেমের দিনগুলির স্মৃতিপটে আঁকা ছবিগুলি বা প্রেমের বিচ্ছেদ বিরহের কাতর মুহুর্ত, অথবা নানা ধরনের সুন্দর সুমধুর প্রেমময় মুহুর্তের স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর প্রেমের গানের দর্শনেও কবি সেই প্রেমেরই স্মৃতিচারনা করেছেন যা আমাদের মানবজীবনেও নিত্য অনুভূত হয়। এমনই কবি রচিত স্মৃতি বিষয়ক কিছু প্রেমের গান—

১। তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি নয়ন ছলছলিয়া
২। ভরা থাক স্মৃতি সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি
৩। সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে (সেই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষনে ক্ষনে যেন জাগে মনে ভুল না...)
৪। কোন গহন অরন্যে এলেম (দূর জনমের কোন স্মৃতিবিস্মৃতি ছায়ে...।)
৫। ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে (বহু পূর্বস্মৃতিসম হেরিল কে...।)

কবির প্রেম পর্যায়ের গানগুলি ছাড়াও আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের প্রথম দিকের বেশকিছু গান আছে যেগুলির প্রেক্ষাপট ও অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বস্তুতঃ দাম্পত্য প্রেমকেই প্রতিষ্ঠিত করে এবং এই ধরনের গানগুলিকে এক অর্থে বিবাহ সঙ্গীত রূপে অভিহিত করলে খুব একটা ভূল হয়না বলেই মনে হয়।গানগুলিতে দুটি নর নারীর নতুন জিবনের সুছনার্থে ঈশ্বরের কাছে তাঁদের প্রতি মঙ্গলময় কামনা যেমন ফুটে উঠেছে তেমনই বিবাহের পরবর্তী ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে হাতে হাত রেখে দুটি যুগল মনের বন্ধনে বাঁধা পড়ে জীবনের বাকি দিনগুলি প্রেম ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত করার তত্ত্বটিও খুবই সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিবাহ বিষয়ক যে গানগুলি সহহজেই মনের দোরগোড়ায় অনুভুতি সঞ্চার করে সেগুলি হল—

১। দুটি হৃদয়ে একটি আসন পাতিয়া বসো হে হৃদয়নাথ
২। সুধাসাগরতীরে হে এসেছে নরনারী সুধারস পিয়াসে
৩। উজ্জ্বল করো হে আজি এ আনন্দ রাতি
৪। সুখে থাকো র সুখী করো সবে
৫।দুইটি হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি
৬। যে তরনীখানি ভাসালে দুজনে

রবীন্দ্রগানের একটি বড় দিক হল গানের কথার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার অনুষঙ্গে সুর সংযোজন। প্রেম পর্যায়ের গানগুলির ক্ষেত্রেও ঠিক দেখা যায় যে গানগুলির কথার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও গানের সুর কোথাও একটা পারস্পরিক সংযোগরক্ষা করে মিলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে কবির চেতনায় ভৈরবী, ভৈঁরো, পূরবী, পরজ, কানাড়া ইত্যাদি অসংখ্য রাগ রাগিনী এক একটা নিজস্ব চরিত্র নিয়ে তাঁর লেখনী লীলায় ধরা দিয়েছে।

"সঙ্গীতচিন্তা"য় রবীন্দ্রনাথের ভৈরবী সম্পর্কে যে চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে তাতে তিনি বলছেন যে- ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চির বিরহ বেদনা, ভৈঁরো সম্পর্কে কবির উপলব্ধি- ভৈঁরো হল ভোরবেলাকার প্রথম জাগরণ, অনুরূপভাবে পরজ কে কবি বলেছেন- অবসন্ন রাত্রি শেষে নিদ্রা বিহ্বলতা, কবির কাছে কানাড়া এসেছে ঘনান্ধকারে

অভিসারিকা নিশীথিনী পথ বিস্মৃতি হিসাবে, পূরবীর করুন সুরকে বৈদ্ধব্যের সাথে তুলনা করে কবি বলেছেন-পূরবী হল শূন্য গৃহচারিনীর বিধবাসন্ধ্যার অশ্রুমোচন অথবা মূলতান যেন রৌদ্র তপ্ত দিনান্তের ক্লান্তি নিঃশ্বাস।

অর্থাৎ এই সকল রাগ রাগিনীর কোমল সুরের গাম্ভির্য্য যেমন মনে একটা বিষণ্ণতা, উদাসীনতা বা হাহাকার করা যন্ত্রনা সৃষ্টি করতে পারে তেমনই অনেক শুদ্ধ স্বরের রাগ রাগিনীর মধ্যেকার স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে প্রকাশ পায় মনের আনন্দ অনুভূতি। এমনিভাবেই কবির প্রেমের গানগুলির ভেতরকার প্রেম চেতনার দার্শনিক দিকগুলি বিভিন্ন রাগ রাগিণীর সুরের গাম্ভীর্য বা সরলতায় মনের বিচিত্র অনুভবগুলিকে প্রকাশ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—

১। জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা (ভৈরবী সুরাশ্রিত গানটিতে প্রেমের বিষণ্ণতার প্রকাশ ঘটেছে)
২। তুমি যেও না এখনি (ভৈরবীর অনুষঙ্গে গানটিতে ছেড়ে চলে না যাওয়ার আকুতির প্রকাশ)
৩। কে দিল আবার আঘাত (কেদারা রাগের অনুষঙ্গে গানটিতে মনের ভ্রান্ত প্রেমের রূপ কল্পনা)
৪। বাজে করুন সুরে (পরজ রাগের ছায়ায় মনের করুন আর্তনাদ প্রকাশিত হয়েছে)
৫। আমার পরান লয়ে কী খেলা খেলাবে (কানাড়ার শুদ্ধ ও কোমল স্বরের অনুষঙ্গে করুন প্রেমের চিরন্তন ব্যথা)
৬। আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ (বাহার রাগের প্রেক্ষাপটে প্রেমের এক বাঁধনহারা আবেগের সুর ও আনন্দের রঙিন ছবি অঙ্কিত হয়েছে)
৭। যদি বারন কর তবে গাহিব না (ছায়ানটের অনুষঙ্গে গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে প্রেমের লজ্জা)
৮। তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার (বৃন্দাবনী সারং এর ছায়ায় গানটিতে প্রেমের এক উচ্ছল চঞ্চলতার প্রকাশ ঘটেছে

এই রকম প্রেম পর্যায়ের বহু গান আছে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন কোমল ও শুদ্ধ স্বরের সংমিশ্রণে গানের কথার অনুভুতি গুলি কোথাও সুরের অনুভুতির সাথে এক হয়ে গিয়ে গানগুলিকে জীবনবোধের সাথে আরও নিবিড় ভাবে একাত্ম করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য হল কবির প্রেম সব যায়গায় কেবল মানবিক শরীরের অবয়ব অর্থাৎ নর নারীর মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায়নি। কবির কল্পনায় সেই প্রেম একাধারে যেমন এসেছে বিশ্ব প্রকৃতির নানা সৌন্দর্য উপকরণের রূপব্যঞ্জনায় তেমনই বাঁশি, বেণু, বীণা এই সকল উপকরণও প্রেমের দ্যোতক হিসাবে কবি মননে ধরা দিয়েছে যেমন - আমার বীণা তোমার মন মাঝে, আমারে করো তোমার বীণা, মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে, সকরুণ বেনু বাজায়ে কে যায় ইত্যাদি গানগুলি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সকল গানের পাশাপাশি অনেক গানে রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনার যুগ্ম রূপটি ধরা পড়েছে। সেখানে দৈবিক প্রেমে ঈশ্বরকে কাছে পাওয়ার আনন্দ বা না পাওয়ার কামনায় ব্যকুল চিত্ত, তার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্খা, প্রানের অন্তরাত্মা ও জীবাত্মাকে একই সীমারেখায় মিলিয়ে দেওয়ার অনুভুতি প্রকৃতরূপে যেন মানবিক প্রেমেরই চিরন্তন প্রকাশ রূপে ধরা পড়েছে। অন্যদিকে দেখা যায় ঐশ্বরিক প্রেমের ব্যথার ছবিটা। ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া, মানব হৃদয় ও ঈশ্বরের মধ্যেকার অন্তরদ্বন্দ্ব ও বিচ্ছেদ, তাকে না পাওয়ার যন্ত্রনা, বেদনা এই সব কিছুই কবির কাছে সত্য প্রেমের রূপকধর্মী চেতনায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেরকমই কিছু গান যেখানে ঈশ্বর রূপী মানব প্রেম একসাথে দ্বৈত দার্শনিক অনুভুতিতে কবির লেখায় উদ্ভাসিত তার কয়েকটি হল—

১। তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
২। কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে মনোমোহন
৩। আহা তোমার সঙ্গে প্রানের খেলা
৪। কখন দিলে পরায়ে স্বপনে বরণমালা
৫। আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী

**Conclusion:** পরিশেষে পূর্বোক্ত সামগ্রিক আলোচনা থেকে এই সিধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে মানুষের জীবনে প্রেম একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রেম নানা দিক থেকে মানব মনকে ত্বরান্বিত করে। কখনো সে মনকে আনন্দ দান করে আবার কখনো প্রতিনিয়ত প্রেমাঘাতে, যন্ত্রনায়,ব্যথায় সেই মন দীর্ণ বিদীর্ণ করে দেয়। কিন্তু সব সময় আমরা প্রেম সম্পর্কে যা ভাবি বা অনুমান করি তার যে রূপকল্পনা মনের আঙিনায় আঁকি তা যেমন সর্বসময় বাস্তবায়িত হয়না তেমনই বাস্তব প্রেমধর্মকেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা সঠিক রূপে উপলব্ধি করিনা বা বুঝতে সমর্থ হইনা আমাদের সম্যক জ্ঞানের অভাবে-সুন্দরকে খুঁজে পেয়ে বা না পেয়ে তাকে সঠিকভাবে আবিস্কার না করার তাগিদে।কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান মানব হৃদয়ের মানব জীবনের বাস্তব প্রতিফলন। জীবনের প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি মুহূর্তের ছবি তার গানের কথা ও সুরে পরিব্যপ্ত। আর তাই তো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সব আধুনিকতার শীর্ষে। দেড়শো বছর আগের এই মহামানবের রচনার মধ্যে যেন "আগামী"র কথাই ফুটে ওঠে। তিনিই আমাদের জীবনদেবতা-আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পথ চলার পথ প্রদর্শক। আমাদের জীবনের কথাই তার গান, তার কবিতা, তার সমগ্র লেখনী। আর সেখানেই বিশ্বের অন্য সকল কবি মনীষীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান সর্বোচ্চ- তিনি সার্থক আর বাঙালী হিসাবে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় গর্ব।

রবীন্দ্র মননে প্রেমের যে উত্তরণ ঘটেছে ও বাস্তব জীবনে যে প্রেম পরিলক্ষিত হয় এই দুই ধরনের প্রেম কবির প্রেম পর্যায়ের গানে যেমন কোথাও রূপকধর্মীতা সৃষ্টি করেছে সেরকমই সেই প্রেম জীবনের উর্দ্ধে গিয়ে বাস্তব ও কল্পনাকে একই দিগন্তরেখায় বিলীন করে দিয়েছে। প্রেমের মূল সূত্রই হল দুটি মনের দুটি হৃদয়ের একে অপরের প্রতি আকর্ষন, পারস্পরিক আত্মবিশ্বাস ও নি;স্বার্থ নির্ভরতার মধ্যে দিয়ে দুটি মনকে এক সূত্রে আবদ্ধ করে এগিয়ে চলা তা সে মানব মনই হোক বা ব্রহ্ম স্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরের প্রেম আরাধনাই হোক। প্রেমের মধ্যে যদি সর্বত্রই আনন্দ উপলব্ধ হয় তবে সেক্ষেত্রে জীবনের প্রেম গভীর পরিণতি লাভ করে না। আনন্দের পাশাপাশি যদি সেই প্রেম আবেগ, বিরহ, বিচ্ছেদ ও প্রেমাতুর যন্ত্রনার মধ্যে দিয়ে পরিণতি লাভ করে তবেই সেই প্রেম হয় যথার্থ। তাই সেই অর্থে বলাই যায় যে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান হল প্রেমের সেই অনুঘটক যেখানে মানবিক ও দৈবিক প্রেমের চরম প্রকাশ-চরম সার্থকতা।

সুতরাং বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের গানে আমরা বোধহয় জীবনের সব পরিস্থিতির মধ্যেই প্রেমের ইতিবাচক ও নেতিবাচক এবং সর্বপরি অবশ্যই ভাবে কাল্পনিক রূপকে অনুধাবন করতে পারি- অনুভব করতে পারি অন্তরের প্রতিটি হৃদস্পন্দনে কারন ইন্দ্রিয়বোধ থেকে প্রেমবোধে নিত্য অগ্রগতির ভাবই রবীন্দ্রনাথের মনোভাব।

**গ্রন্থপঞ্জী** :

১। মুখোপাধ্যায়, অমিয়রতন, প্রেমধর্মঃ রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন – সাধনা মন্দির পাবলিশার্স, কলকাতা
২। মিত্র, মঞ্জুভাষ, রবীন্দ্রনাথের গান ও রোম্যান্টিক কল্পনাঃ রবীন্দ্রসংখ্যা ১৪১০, পঃ বঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গীতচিন্তাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ
৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতানঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ
৫। মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার, রবীন্দ্র জীবনীঃ ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ